(২৪) Explain after Kautilya the different kinds of subject matter of a message (Śāsanam).

তালপত্র, ভূর্জপত্র ইত্যাদিতে লিখিত রাজার নির্দেশ বা আদেশ সম্পর্কিত বিষয়কে আচার্যগণ 'শাসন' নামে অভিহিত করেন,—"শাসনে শাসনমিত্যাচক্ষতে"। (অঃ শাঃ) অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে এই শাসন বা লেখের বিষয়বস্তু ত্রয়োদশ প্রকার হতে পারে,

"নিন্দা প্রশংসা পৃচ্ছা তথাহংখ্যানমথার্থনা।
প্রত্যাখ্যানমুপালম্ভঃ প্রতিষেধোঽয়চোদনা।।
সান্ত্বমভ্যবপত্তিশ্চ ভর্ৎসনানুনয়ৌ তথা।।
এতেষ্বর্থাঃ প্রবর্তন্তে ত্রয়োদশসু লেখজাঃ"।।

অর্থাৎ নিন্দা, প্রশংসা, পৃচ্ছা, আখ্যান, অর্থনা, প্রত্যাখ্যান, উপালম্ভ, প্রতিষেধ, চোদনা, অভ্যবপত্তি, সান্ত্ব, ভর্ৎসনা, এবং অনুনয়,— এ ত্রয়োদশ প্রকারে শাসনজাত বিষয় উদ্ভাবিত হতে পারে।

যেমন (১) নিন্দা— কারো অভিজন অর্থাৎ বংশ, শরীর ও কার্য সম্বন্ধে দোষের বর্ণনাকে নিন্দা বলা হয়। (অভিজন শরীরকর্মণাং দোষবচনং নিন্দা)। (২) প্রশংসা— কোন ব্যক্তির উক্ত তিন বিষয়ে গুণের কথা বর্ণনাকে বলা হয় প্রশংসা। (গুণবচনমেতেষামেব প্রশংসা)। (৩) এ কাজটি কিরূপে করা যায়— এরূপ জিজ্ঞাসার নাম পৃচ্ছা (কথমেতদিতি পৃচ্ছা)। (৪) উক্ত প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তরে— 'এরূপে কাজটি করবে' এভাবে উত্তর দেওয়ার নাম আখ্যান। ('এবম্' ইত্যাখ্যানম্)। (৫) অর্থনা— "এইটি (অর্থাৎ কোশ দণ্ডাদি) দাও— এরূপ যাচ্ঞার নাম অর্থনা। (দেহীত্যর্থনা)। (৬) প্রত্যাখ্যান— কিছুই দেব না—

Scanned with CamScanner

যাচঞাকারীকে এভাবে বলা বলার নাম প্রত্যাখ্যান (ন প্রযচ্ছামি ইতি প্রত্যাখ্যানম্)। (৭) উপালম্ভ— এরূপ কার্য আপনার করা উচিত হয়নি, — এরূপ বলার নাম উপালম্ভ। (অননুরূপং ভবত ইত্যুপালম্ভঃ)। (৮) প্রতিষেধ— এরূপ কার্য করিও না, এভাবে বারণ করার নাম প্রতিষেধ। (মা কার্ষীঃ ইতি প্রতিষেধঃ)। (৯) চোদনা— এরূপ করবে অর্থাৎ সন্ধিস্থাপন করবে বা যুদ্ধ করবে— এভাবে প্রেরণা যোগাবার নাম চোদনা। (ইদং ক্রিয়তাম্ ইতি চোদনা। (১০) সান্ত্ব— 'আমিও যে, তুমিও সে, যে দ্রব্য আমার সে দ্রব্য তোমার'— এরূপে অভিন্নতা প্রতিপাদনের ভঙ্গীতে কোন ব্যক্তিকে অনুকূল করে তোলার নাম সান্ত্ব। (যোঽহং স ভবান্, মম যদ্ দ্রবং তদ্ ভবত ইত্যুপগ্রহঃ সান্ত্বম্)। (১১) কারো ব্যসন বা বিপত্তি অর্থাৎ শত্রুকৃত বিপদ প্রভৃতির সময়ে তাকে সাহায্য প্রদানের নাম অভ্যবপত্তি (ব্যসন সাহায্যমভ্যবপত্তিঃ)। (১২) কারো আয়তি অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালকে দোষযুক্ত করে (অর্থাৎ এরকম কাজ করলে তোমাকে বধ বা কারাগারে বন্ধন করব এভাবে) ভয় দেখানোর নাম ভর্ৎসনা (স দোষমায়তি প্রদর্শনমভি ভর্ৎসনম্)। (১৩) অনুনয় বা অনুরোধ ত্রিবিধ হতে পারে, যথা (ক) অর্থকরণ নিমিত্তক অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কার্যসম্বন্ধে কোন অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে মিত্রভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাকে সে কাজ করার জন্য অনুরোধ, (খ) অতিক্রমনিমিত্তক অর্থাৎ কারো মতানুসারে কার্য না করায় তার ক্রোধ প্রশমনের জন্য যে অনুরোধ, এবং (গ) পুরুষাদিব্যসননিমিত্তিক অর্থাৎ পিতা, পুত্র, অমাত্য ইত্যাদির মৃত্যুহেতু বিপন্ন ব্যক্তিকে সময়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে, প্রয়োজনে পরে সাহায্যের জন্য তাকে অনুরোধ করা, (অনুনয় স্ত্রিবিধোঽর্থকৃতাবতিক্রমে পুরুষাদিব্যসনে চেতি)।

Scanned with CamScanner